BNGH - 2nd Sem
Dr. Biswajit Podder

বৈষ্ণব শাস্ত্রের রসভাগ

ক) শান্তরস : (শান্তরসের গুন = কৃষ্ণনিষ্ঠা) এখানে 'শম' হল স্থায়ীভাব। এখানে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে কোন আত্মীয়তা নেই। ভক্ত দূর থেকে তাঁর ঐশ্বর্যমূর্তির ধ্যান করেন এবং সর্বস্ব সমর্পনে অচঞ্চল থাকেন। অনেক ঋষি এই সাধনা করেছেন। উদা :

শম > শান্ত

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
সাগর- লহরী সমানা ॥' - বিদ্যাপতি।

খ) দাস্যরস : (দাস্যরসের গুন = কৃষ্ণনিষ্ঠা ও সেবা) এই রসের সাধনায় শ্রীকৃষ্ণকে পরম ঐশ্বর্যবান মনে করা হয় এবং ভক্ত নিজে তাঁর দাস। কৃষ্ণের চরনবন্দনা ও একনিষ্ঠ সেবাই তার সাধনা। এই সাধনায় ভক্ত-ভগবানের কিছুটা মমত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন- মীরার সাধনা- 'চাকর রাখো জী'। উদা-

সেবা > দাস্য

'হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু-অঙ্গ পরশিব দুঁহু-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥' - নরোত্তম দাস।

চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে শান্ত ও দাস্যরসের পদ সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না।

গ) সখ্যরস : (সখ্যরসের গুন = কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা ও সৌহার্দ্য) কৃষ্ণরতির এই ভাবকে সঠিকভাবে বলা হয় 'বিস্রম্ভ' (পারস্পরিক সঙ্কোচমুক্ত-বিশ্বাস) ভাব। শ্রীকৃষ্ণকে এখানে সখা হিসাবে সাধনা করা হয়। এই সমপ্রানতার কারনে ভগবান-ভক্ত পরস্পর পরস্পরকে সেবা করেন। যেমন - শ্রীদাম, সুদাম, বসুদামের সাধনা।

সখ্য > সখ্য

আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ সবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিনে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥'

Scanned with CamScanner

ঘ) বাৎসল্যরস: (বাৎসল্য রসের গুণ = কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, সৌহার্দ্য, পালন)

বৎসলতা > বাৎসল্য

এই রসের স্থায়ীভাব 'বৎসলতা' নামক কৃষ্ণরতি। এখানে ঈশ্বরকে সন্তান হিসাবে দেখেন ভক্ত মাতা-পিতা। ফলে মমত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। ভগবান যোগমায়া শক্তিদ্বারা নিজের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখেন বলে ভক্ত মাতা-পিতা তাকে সন্তান হিসাবে পালন ও শাসন করতে পারেন। যেমন- নন্দ, যশোদা। উদা:

'আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।।'

ঙ) মধুর রস: (মধুর রসের গুণ = কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, সৌহার্দ্য, পালন, পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন) এই রসের স্থায়ীভাব 'মধুরা' নামক কৃষ্ণ রতি। এই রতির ৩ টি প্রকার-

মধুরা > মধুর।

1) সাধারণী: শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনা। যেমন- মথুরার কুব্জার রতি।

2) সমঞ্জসা: শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা। যেমন: দ্বারকায় রুক্মিণী ও সত্যভামার রতি।

3) সমর্থা: সমাজ সংস্কার মিথ্যা হয়ে যার কাছে অহেতুক কৃষ্ণপ্রেম বাসনেই পরিতৃপ্তি তার রতি। যেমন - রাধা, গোপিনী ও রাধার সখিদের রতি।

বিশ্বনাথের সেনের মতে মধুর রস সকল ভাবের সমাহার।

উদা-

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

– গোবিন্দদাস।